অশ্রুসাগর

বই	অশ্রুসাগর
মূল	ইমাম ইবনুল জাওজি ﵀
অনুবাদ ও সম্পাদনা	মুফতি তারেকুজ্জামান

অশ্রুসাগর

ইমাম ইবনুল জাওজি ﵀

RUHAMA
PUBLICATION

রুহামা পাবলিকেশন

অশ্রুসাগর

ইমাম ইবনুল জাওজি ﵀

গ্রন্থস্বত্ব © রুহামা পাবলিকেশন

প্রথম প্রকাশ
মুহাররম ১৪৪০ হিজরি / সেপ্টেম্বর ২০১৯ ইসায়ি

অনলাইন পরিবেশক
ruhamashop.com
rokomari.com
wafilife.com

মূল্য : ৩২৪ টাকা

RUHAMA
PUBLICATION

রুহামা পাবলিকেশন
দোকান নং ৩১২, ৩য় তলা, ৪৫ কম্পিউটার কমপ্লেক্স,
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
+৮৮ ০১৮৫০৭০৮০৭৬
ruhamapublication1@gmail.com
www.fb.com/ruhamapublicationBD
www.ruhama.shop

بسم الله الرحمن الرحيم

অনুবাদকের কথা

সত্যের পথিকদের জন্য এ পৃথিবী হলো পরীক্ষাগৃহ। মুমিন মাত্রই তাকে নানা পরীক্ষার মধ্য দিয়ে যেতে হয়। এটা এমনই একটি পরীক্ষা, যেখানে তাকে পাশ করতেই হবে। এ ছাড়া তার ভিন্ন কোনো উপায় নেই; অথচ এটা অত্যন্ত কঠিন ও দুঃসাধ্য ব্যাপার। পাশ করলে চিরসফলতা, আর ফেল করলে রয়েছে চিরব্যর্থতা। তবুও তিক্ত একটি সত্য হলো, বেশিরভাগ মানুষ এ পরীক্ষায় সফল হতে চায় না, সফলতার এ রাজপথে হাঁটতে চায় না। একান্ত কেউ হাঁটতে চাইলেও পদেপদে হোঁচট খেয়ে তাদেরও বেশিরভাগ হতাশ হয়ে থেমে যায়। শয়তান তাকে দুনিয়ার দুর্নিবার আকর্ষণে আটকে ফেলে, ভুলিয়ে দেয় আখিরাতের অনন্ত অসীম নাজ-নিয়ামতের কথা। এভাবে যখন সে ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে যায়, মৃত্যুও চলে আসে গ্রীবা সন্নিকটে, তখন তার হুঁশ ফিরে আসে। আলোর পথে ফিরে আসার জন্য তখন সে ছটফট শুরু করে। কিন্তু মৃত্যুর করাল থাবা তাকে আর সে অবকাশ দেয় না। অবশেষে ব্যর্থতার গ্লানি মাথায় নিয়েই সে পাড়ি জমায় চিরতরে না-ফেরার জগতে।

বস্তুত মানুষের মধ্যে সফলতা অর্জনের আগ্রহ যে একেবারেই নেই, বিষয়টি এমন নয়। কিন্তু তার স্বভাবজাত একটি প্রবণতা হলো, সে নগদ ও বর্তমানে বিশ্বাসী। এজন্য দেখা যায়, নগদ সামান্য কিছু অর্থের বিনিময়েও অধিকাংশ মানুষ আখিরাতের অনেক মূল্যবান নিয়ামত বিনষ্ট করে দেয়। আখিরাতের প্রতি যার বিশ্বাস যত দুর্বল, আখিরাতের আমলের প্রতি তার আগ্রহও ততটা স্বল্প হয়ে থাকে। মানুষ এ বিশ্বাস সবল করতে চাইলেও শয়তানের চক্রান্ত আর দুনিয়ার চাকচিক্যময় ধোঁকার সাথে সে পেরে ওঠে না। আর এজন্যই সফল হতে চাইলে তাকে অনুসরণ করতে হয় এ পথের সফল পথিকদের বর্ণাঢ্য জীবনীর গাইডলাইন। তাঁদের আল্লাহপ্রেম, আখিরাতমুখিতা, অটল বিশ্বাস আর রোনাজারির ঘটনা শুনে সে অনুপ্রাণিত হয়। ফিরে পায় সে কণ্টকাকীর্ণ পথে পথ চলার সাহস। ঝিমিয়ে পড়া ইমানি শক্তিতে আবারও জোশ ফিরে আসে। এভাবেই সে কখনো আস্তে, কখানো জোরে পথ চলতে চলতে এক সময় পৌঁছে যায় তার কাঙ্ক্ষিত গন্তব্যে।

কেমন ছিল এ পথের পথিকদের সফল পথচলা, কীরূপ ছিল তাদের জীবনের বর্ণাঢ্য চলাফেরা—যুগে যুগে এসব নিয়ে কলম ধরেছেন অসংখ্য আহলে ইলম। রচিত হয়েছে শত সহস্র গ্রন্থ। মানুষ সেসব গ্রন্থের সরোবরে অবগাহন করে ফিরে পায় সজীবতা, খুঁজে নেয় জীবনের পথচলার পাথেয়। এত সব বইয়ের ভিড়ে সন্দেহ নেই যে, ইমাম ইবনুল জাওজি ﵀ বিরচিত 'বাহরুদ দুমু' বা 'অশ্রুসাগর' বইটি হবে অনন্য। আল্লাহ তাআলা হাতেগোনা যে স্বল্প কয়েকজন মনীষীর জবান, কলব ও কলমে সমভাবে শক্তি দান করেছেন, তাঁদের অন্যতম হলেন ইমাম ইবনুল জাওজি ﵀। তালিম, তাজকিয়া ও তাসনিফের মাধ্যমে উম্মাহকে দিয়ে গেছেন অসংখ্য মূল্যবান উপহার। তাঁর সেসব উপহারেরই সেরা একটি হলো 'বাহরুদ দুমু' বা 'অশ্রুসাগর'।

অন্তর বিগলিত করে, মনকে আখিরাতমুখী করে, ইমানে দৃঢ়তা আনয়ন করে—এমন বইগুলোর মধ্যে নিশ্চিতই 'বাহরুদ দুমু' বা 'অশ্রুসাগর' থাকবে শীর্ষে। তবে তিক্ত একটি সত্য হলো, এ ধরনের বইয়ে সাধারণত জাল হাদিস, বাতিল বর্ণনা, শরিয়তের সাথে সাংঘর্ষিক বিভিন্ন শ্রুত ঘটনার উল্লেখসহ নানা সমস্যা থাকে। কোনো বইয়ে কম, আর কোনো বইয়ে বেশি; এই আর কি পার্থক্য! ইমাম ইবনুল জাওজি ﵀ বিরচিত এ গ্রন্থেও তার ব্যতিক্রম ঘটেনি। তবে অন্যান্য গ্রন্থের তুলনায় এ গ্রন্থে এমন সমস্যা তুলনামূলকভাবে বেশ কমই মনে হয়েছে। ইবনুল জাওজি ﵀ প্রসিদ্ধ ও বিজ্ঞ একজন মুহাদ্দিস হওয়া সত্ত্বেও এ বইয়ে এমন কিছু বর্ণনাও স্থান পেয়েছে, যা হাদিসের সুবিশাল ভান্ডারে কোথাও খুঁজে পাওয়া যায় না। আমরা এ ধরনের ছোট-বড় কিছু বিচ্যুতি ও হাদিসের সনদগত মান টীকায় সংক্ষিপ্তাকারে উল্লেখ করে দেওয়ার চেষ্টা করেছি। যাতে সম্মানিত পাঠকবৃন্দ এসব ক্ষেত্রে সতর্কতা অবলম্বন করতে পারে।

শাস্ত্রীয় দৃষ্টিকোণ থেকে এমন ছোটখাট কিছু সমস্যা থাকলেও সার্বিক বিবেচনায় বইটি যে অনন্য ও অসাধারণ, তাতে বোধহয় কারও মতভিন্নতা থাকার কথা নয়। আল্লাহভোলা বান্দা ও শক্তদিল লোকদের জন্য এ বইটি শুষ্ক মরুতে ঝরা বৃষ্টির পানির ন্যায় কাজ করবে বলে আশা করা যায়। মৃত অন্তরকে জীবিত করে তুলতে এবং অশ্রুশূন্য চোখকে আল্লাহর ভয়ে সিক্ত করার ক্ষেত্রে এ বইটির বিকল্প খুব কমই রয়েছে। এজন্য বইটির অনুবাদ সবার জন্য

করা হলেও বইটি আমরা বিশেষভাবে তাদের জন্য সাজেস্ট করছি, যাদের অন্তর শক্ত হয়ে গেছে, হৃদয়ে গুনাহের ময়লা জমে পাথর হয়ে গেছে এবং দেহ নফসের অনুগামী হয়ে গেছে। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস, বক্ষ্যমাণ এ বইটি তাদের অন্তরের এসব ময়লা দূর করে পরিশুদ্ধ করে তুলবে এবং আল্লাহর প্রেমে তাদেরকে দিওয়ানা বানিয়ে দেবে।

পরিশেষে বলব, শুধু একটি বই-ই মানুষের জীবনকে আমূল চেঞ্জ করতে পারে না; যতক্ষণ না দিলে সত্যিকার তড়প সৃষ্টি হয়, রহমতের বারিধারার জন্য অধীর আগ্রহে আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকে এবং রবের সমীপে কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করতে থাকে। আল্লাহ মানুষের অন্তরের অবস্থা দেখে তার হিদায়াতের আসবাব তৈরি করেন, আর সে আসবাব গ্রহণ করেই সে খোঁজ পেয়ে যায় হিদায়াতের রাজপথের। এজন্য যারা আল্লাহর নৈকট্য অর্জন করতে আগ্রহী, যারা গুনাহ ছেড়ে আলোর পথে পথ চলতে উৎসুক, তাদের জন্যই এ ধরনের বই বেশি উপকারে আসবে। অন্যথায় এমন বই হাজারটা পড়লেও জীবনে তা কোনো প্রভাব ফেলবে না। আল্লাহ তাআলার কাছে আমাদের প্রার্থনা, দয়াময়, এ বইটি কবুল করুন, এর মাধ্যমে আমাদের অন্তর পরিশোধিত করুন এবং আখিরাতে এটাকে আমাদের নাজাতের অসিলা বানিয়ে দিন। আমিন।

তারেকুজ্জামান
০৭/০৮/২০১৯ খ্রি.

সূচিপত্র

লেখকের ভূমিকা ⁞ ১৭
জিকিরের প্রতি উৎসাহ ⁞ ১৯
অবাধ্যতা থেকে সতর্কবার্তা ⁞ ২১
মালিক বিন দিনার ﵀ ও গুনাহগার প্রতিবেশী ⁞ ২৩
আল্লাহর দিকে দৌড়াও ⁞ ২৩
আল্লাহভীরু এক বান্দা ⁞ ২৪
তাওবাকারী আল্লাহর প্রিয়জন ⁞ ২৫
কিয়ামুল লাইলের ফজিলত ⁞ ২৫
আল্লাহর রহমতের প্রশস্ততা ⁞ ২৬

প্রথম পরিচ্ছেদ

দুনিয়ার গোলাম, শোনো! ⁞ ২৭
চিরস্থায়ীর বদলে অস্থায়ীকে গ্রহণকারী ⁞ ২৮
আল্লাহর ভয়ে কাঁদার ফজিলত ⁞ ৩১
দুনিয়ার ধোঁকায় তুমি ⁞ ৩২
এক অগ্নিপূজারির ইসলাম গ্রহণ ⁞ ৩৩
গাফিলতির ঘুম থেকে জেগে ওঠো ⁞ ৩৪

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

মৃত্যুর পূর্বেই সতর্ক হও ⁞ ৩৯
গুনাহের পরিণাম ⁞ ৪০
জুন্নুন মিসরি ﵀ ও জনৈক আবিদ ⁞ ৪০

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

গুনাহে মত্ত! সাবধান হও ⁞ ৪৫
উপদেশে কি উপকৃত হবে না তুমি? ⁞ ৪৫
ছুড়ে ফেলো অন্তর থেকে দুনিয়ার মোহ ⁞ ৪৬

আল্লাহর রিজিকে ভরসা ⁞ ৪৭
ইমাম শাফিয়ি ﵀-এর অন্তিম মুহূর্ত ⁞ ৪৭
দ্রুত তাওবা করো ⁞ ৪৮
সপরিবারে মারুফ কারখি ﵀-এর ইসলাম গ্রহণ ⁞ ৪৯

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

হে গাফিল, জেগে ওঠো ⁞ ৫১
আবিদদের বিনম্রতা ⁞ ৫১
গাফিলের প্রতি সতর্কবার্তা ⁞ ৫২
হিসাবের কাঠিন্য ⁞ ৫২
বোস্তামি ﵀-এর অন্তিম মুহূর্ত ⁞ ৫৩
জাবির বিন জাইদ ﵀-এর অন্তিম মুহূর্ত ⁞ ৫৪
দাউদ তায়ি ﵀-এর তাওবার কারণ ⁞ ৫৪

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

উপদেশের পাতাগুলো স্বার্থক করো ⁞ ৫৬
দুনিয়া-প্রেমের পরিণতি ⁞ ৫৭
জীবন ⁞ ৫৮
ইসতিগফারের এখনই সময় ⁞ ৫৮
দুনিয়া কষ্ট ও পরীক্ষার জায়গা ⁞ ৬০
কয়েকটি অশ্রুফোঁটা ⁞ ৬০

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

আখিরাতের জন্য প্রস্তুত হও ⁞ ৬১
হতদরিদ্র কে? ⁞ ৬২
ইবরাহিম বিন আদহাম ﵀-এর কারামত ⁞ ৬২
তবুও কি দুফোঁটা অশ্রু ফেলবে না? ⁞ ৬৩

সপ্তম পরিচ্ছেদ

চোখের হিফাজত ⁞ ৬৬

এক নেককারের গল্প ⁞ ৬৮

অষ্টম পরিচ্ছেদ

সামনে দীর্ঘ পথ, পাথেয় অনেক কম! ⁞ ৭৩
নিকৃষ্ট ধোঁকা ⁞ ৭৩
মৃত্যুর ফেরেশতাগণ ⁞ ৭৫
ইমরান ও তার মায়ের ঘটনা ⁞ ৭৭

নবম পরিচ্ছেদ

দুনিয়া-আখিরাতের সফর ⁞ ৭৯
দুনিয়া থেকে সাবধান ⁞ ৮০
মক্কায় ইবনে মুবারক ﵀ ⁞ ৮০

দশম পরিচ্ছেদ

ইবাদত ও জুহদের পোশাক পরিধানকারী, তোমাকে বলছি... ⁞ ৮৪
লজ্জার পুনরাবৃত্তি ⁞ ৮৪
তাওবাকারীদের সঙ্গী হও ⁞ ৮৬
হে অশ্রুহীন চোখওয়ালা! ⁞ ৮৭
এক আবিদের গল্প ⁞ ৮৭

একাদশ পরিচ্ছেদ

দুনিয়ার আকর্ষণ ⁞ ৮৯
জীবনটা আমানত ⁞ ৮৯
এক আবিদা নারীর গল্প ⁞ ৯১
রবের দরজা আঁকড়ে ধরো ⁞ ৯৩
নিষ্কলুষতার গল্প ⁞ ৯৪

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ ⁞ ৯৬

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ ⁞ ৯৮

উমর বিন আব্দুল আজিজ ﵀ ⁞ ১০০
ইসা ﵇ ও হাওয়ারিগণ ⁞ ১০০

পুরুষের শ্রেণি-বিভাগ ⁞ ১০১
ভালোবাসার সাধনা ⁞ ১০৩

চতুর্দশ পরিচ্ছেদ

বঞ্চনা যাকে গ্রাস করেছে ⁞ ১০৫
জিকিরকারীদের অবস্থা ⁞ ১০৬
শয়তানের সাঙ্গোপাঙ্গো ⁞ ১০৭
এক বাগদাদি ফকিহের কঠিন পরীক্ষা ⁞ ১০৭

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

বার্ধক্যের সাদা কেশ মৃত্যুর আগাম বার্তা ⁞ ১১২
হাসান বসরি ﵀-এর উপদেশ ⁞ ১১৩
মালিক বিন দিনার ﵀-এর উপদেশের গল্প ⁞ ১১৪

ষোড়শ পরিচ্ছেদ

সফর অনেক দীর্ঘ; জোগাড় করে নাও পাথেয় ⁞ ১১৯
আবু সুলাইমান ﵀ ও এক আবিদ ⁞ ১২০
সময়ের আবর্তন ⁞ ১২১
দুনিয়ার ধোঁকায় পোড়ো না ⁞ ১২২
দ্বীন বদলের ফিতনা ⁞ ১২২

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

গুনাহ করেই যাচ্ছ! তাওবার কোনো খবর নেই! ⁞ ১২৫
হাসান বসরি ﵀-এর উপদেশ ⁞ ১২৫
সালমান ফারসি ﵀-এর দুনিয়াবিমুখতা ⁞ ১২৬

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ

হে পথভোলা! ⁞ ১২৭
বার্ধক্যে সতর্কবার্তা ⁞ ১২৭
হাসান বসরি ﵀-এর উপদেশ ⁞ ১২৯
তোমার হিসাবের জন্য তুমিই যথেষ্ট ⁞ ১২৯

দুনিয়াকে প্রাধান্য দেওয়া থেকে সাবধান ⁞ ১৩০
নববি ঘরে ⁞ ১৩০
ইবনে ইসবাত ﵀-এর দুনিয়া-ত্যাগ ⁞ ১৩১
কখন হবে আখিরাতের পথিক? ⁞ ১৩১
ভালোবাসার চিহ্ন ⁞ ১৩২

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ

আখিরাতের মুক্তিপণ স্বল্প ⁞ ১৩৫
এক আবিদ যুবকের গল্প ⁞ ১৩৫
ভালোবাসার উৎস ⁞ ১৩৬
নবিগণ ও সালিহিনের ভালোবাসা ⁞ ১৩৭
উপদেশ ⁞ ১৩৮
ভালোবাসার প্রকৃত অর্থ ⁞ ১৩৮
ভালোবাসার সূচনা ⁞ ১৩৮

বিংশ পরিচ্ছেদ

গাফিলতির শিকড়ে বন্দী তুমি ⁞ ১৪২
নিয়ামতের অকৃতজ্ঞতা ⁞ ১৪৩
হাতিম আসামের অসিয়ত ⁞ ১৪৩
আতা ﵀-এর ভয় ⁞ ১৪৩
কাঁদো ⁞ ১৪৪
আসমায়ি ﵀ ও এক আবিদা নারী ⁞ ১৪৪
বিপদগ্রস্ত দুই বৃদ্ধের গল্প ⁞ ১৪৬

একবিংশ পরিচ্ছেদ

শ্রেষ্ঠজাতি ⁞ ১৪৮
রবের স্মরণ ⁞ ১৪৮
ইবাদতে নিমগ্নতা ⁞ ১৫০
যারা ভালোবাসে ⁞ ১৫১
অলির আলামত ⁞ ১৫২

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ

পাপ থেকে পবিত্রতা ⁞ ১৫৪
ক্ষমাপ্রার্থনার ফজিলত ⁞ ১৫৫
সালাতের নিগূঢ় রহস্য ⁞ ১৫৫
ফিরে এসো ⁞ ১৫৭
মৃত্যুর আগে আত্মনিয়োগ করো ⁞ ১৫৮
ভয়ের জায়গায় আবিদ ⁞ ১৫৯

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ

বার্ধক্যে যে এসেছ তাওবার পথে ⁞ ১৬১
কিছু যুবক ও মুহাম্মাদ বিন ওয়াসি ﵀ ⁞ ১৬২
আবিদা হামদুনা ﵀-এর গল্প ⁞ ১৬৩
প্রবৃত্তির বিরোধিতার সুফল ⁞ ১৬৪
আল্লাহর ভালোবাসায় ⁞ ১৬৫
ইবরাহিম বিন আদাহাম ﵀-এর কারামত ⁞ ১৬৬

চতুর্বিংশ পরিচ্ছেদ

কত দূরের সফর, আর তুমি কিনা সম্বলহীন! ⁞ ১৬৮
দাউদ ﵀-এর ভয় ও বিনম্রতা ⁞ ১৬৯
মর্যাদা ও সম্মান ⁞ ১৬৯
শাইবান রাই ﵀-এর গল্প ⁞ ১৬৯
সুফইয়ান সাওরি ﵀-এর কারামত ⁞ ১৭০
ইবাদতের দেউলিয়া ⁞ ১৭১
আবু রাইহানা ﵀-এর কারামত ⁞ ১৭২

পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ

জীবনটা হেলায়-খেলায় নষ্ট করলে! ⁞ ১৭৩
হুজাইফা ﵀-এর সকাল ⁞ ১৭৪
দুনিয়া ত্যাগ ⁞ ১৭৫
নবুওয়াতের নিদর্শন ⁞ ১৭৬

ষড়বিংশ পরিচ্ছেদ

তাওবাকারীগণ ⁞ ১৭৮
হে অভাবী! ⁞ ১৮০
হে যুবকদল! ⁞ ১৮০
পাপের পথে জীবন নষ্ট করেছ যে! ⁞ ১৮১
প্রথম কাতার ও প্রথম তাকবির ⁞ ১৮১
নবুওয়াতের নিদর্শন ⁞ ১৮৩

সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদ

জিনা মারাত্মক একটি কবিরা গুনাহ ⁞ ১৮৫
কুপ্রবৃত্তি দমন ⁞ ১৯০
এক নিষ্পাপ বান্দার কারামত ⁞ ১৯১
দৃষ্টি হিফাজত ⁞ ১৯৪

অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদ

চুপ থাকার ফজিলত ⁞ ১৯৫
মানুষের দোষ তালাশে নিষেধাজ্ঞা ⁞ ১৯৮
আবু হানিফা ﵀-এর গল্প ⁞ ২০০

ঊনত্রিংশ পরিচ্ছেদ

গিবত নিন্দীয় ⁞ ২০২
চোগলখোরি নিন্দনীয় ⁞ ২০৩
বেদুইন নারীর মূল্যবান উপদেশ ⁞ ২০৪
তাওবা না করার ভয়াবহতা ⁞ ২০৭
সর্বনিকৃষ্ট গুনাহ গিবত ⁞ ২০৭

ত্রিংশ পরিচ্ছেদ

অন্তর দিয়ে গিবত করা থেকে সাবধান! ⁞ ২০৯
গিবতের সীমানা ⁞ ২০৯
মুআজ ﵁-এর প্রতি রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর অসিয়ত ⁞ ২১১

একত্রিংশ পরিচ্ছেদ

মুসলিমকে কষ্ট দেওয়া থেকে বিরত থাকা ⁞ ২১৬
চুপ থাকার প্রতি উৎসাহ ⁞ ২১৬
আত্মমুগ্ধতা থেকে দূরে থাকো ⁞ ২১৮
ভাষাগত ভুল, কর্মগত ভুল ⁞ ২২০
বিনম্রতার ফজিলত ⁞ ২২৪
রাগ সংবরণ ও মাফ করার ফজিলত ⁞ ২২৪
কুরআনের ধারক ⁞ ২২৫
মূল্যবান অসিয়ত ⁞ ২২৬

দ্বাত্রিংশ পরিচ্ছেদ

সুদের ভয়াবহতা ⁞ ২২৭
হারাম খাওয়ার ভয়াবহতা ⁞ ২২৯
হারামের পরিণতি ⁞ ২৩১
দ্বীনদারিতা ⁞ ২৩১
ইবাদতের পন্থা : হালাল খাওয়া ⁞ ২৩২
হারাম দৃষ্টিশক্তি কেড়ে নেয় ⁞ ২৩৩
অন্যায়ভাবে এতিমের সম্পদ ভক্ষণের ভয়াবহতা ⁞ ২৩৪
মাপে কম দেওয়ার ভয়াবহতা ⁞ ২৩৪
চুরি ও খিয়ানত ⁞ ২৩৬
ঘুষ থেকে বেঁচে থাকো ⁞ ২৩৭
মিথ্যা শপথ থেকে বিরত থাকো ⁞ ২৩৮
মদ্যপানের ভয়াবহতা ⁞ ২৩৯
মদ্যপানের ক্ষতি ⁞ ২৩৯
নামাজত্যাগী ⁞ ২৪১

بسم الله الرحمن الرحيم

লেখকের ভূমিকা

সকল প্রশংসা সে আল্লাহর, যিনি তাঁর সুনিপুণ শক্তিমত্তার দ্বারা সকল বস্তু সৃষ্টি করেছেন। সৃষ্টি করেছেন সব অপার সৌন্দর্য ভরে। প্রতিটি বস্তু অস্তিত্বে এনেছেন অনুপম রূপে। সৃষ্টিতে তাঁর কোনো অংশীদার নেই। বিভিন্ন মৌলিক উপাদান থেকে সূক্ষ্ম-অসূক্ষ্ম উভয় বস্তু সৃষ্টি করেছেন। এগুলোকে একত্রিত করেছেন। এসব সৃষ্টি তাঁর একত্বের স্বীকৃতি দেয়। ঘোষণা করে এ সৃষ্টির রূপকার একজন স্রষ্টার অস্তিত্বের।

মুমিনগণ দয়াময় আল্লাহর ভয়ের ছায়ায় থাকে। যত যা কিছু আছে, সবই তো এক আল্লাহর নিয়ন্ত্রণাধীন। তাই মুমিনদের অন্তরে তাঁর অবাধ্য হওয়ার এতটুকু সাহসও জন্মে না। কিন্তু যে পাপাসক্ত হয়ে নিজের ওপর জুলুম করার প্রতি ঝুঁকে পড়ে, আল্লাহভীতির প্রভাব তাকে পুনরায় ফিরিয়ে আনে তাকওয়ার ছায়াতলে। কিন্তু কেউ যদি রবের দরজা থেকে চলে যাওয়ার সিদ্ধান্তই নিয়ে ফেলে, তবে অদৃশ্যের সে বাঁধন ছিন্ন হয়ে যায় এবং তার জন্য ফিরে আসা কঠিন ও অসম্ভব হয়ে পড়ে।

সত্যিকারের মুমিনগণ যখন ভয় ও শঙ্কায় ভীত ও শঙ্কিত থাকে, আশা-হতাশার দোলাচলে থাকে—ঠিক তখনই তাদের ইচ্ছের আকাশে সৌভাগ্যের চাঁদ উদিত হয়, আর আলো ছড়াতে থাকে সে চাঁদ। তারা ইবাদতে নিমগ্ন হয়, রবের ঘনিষ্ঠতার চাদরে বেষ্টিত হয় এবং সম্মান ও মর্যাদার পোশাক পরিধান করে।

প্রতিটি মুমিনের জন্য এমন কিছু গুণ অবধারিত—এ গুণে যে যত বেশি গুণান্বিত হবে, সে মুমিন ততই মর্যাদাবান হবে। যদিও দুটি সুসংবাদ আগে থেকেই রয়েছে। সাফল্যের সুসংবাদ—سَبَقَتْ لَهُم مِّنَّا الْحُسْنَىٰ 'পূর্ব থেকেই আমার পক্ষ হতে যাদের জন্য কল্যাণ নির্ধারিত আছে।'[১] মুক্তির সুসংবাদ—لَا يَحْزُنُهُمُ الْفَزَعُ الْأَكْبَرُ 'মহাভীতি তাদের ভীত করবে না।'[২]

১. সুরা আল-আম্বিয়া : ১০০
২. সুরা আল-আম্বিয়া : ১০৩

পবিত্রতা বর্ণনা করছি সে মহান রবের, যিনি পাপীকে ক্ষমা করে দেন, কবুল করে নেন তার তাওবা। আর আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই। তিনি এক ও একক। তাঁর কোনো অংশীদার নেই। আমি এমন সাক্ষ্য দিচ্ছি, যে সাক্ষ্য তাঁর একত্ববাদের স্বীকৃতি দেয়, স্বীকৃতি দেয় তাঁর পালনকর্তা হওয়ার এবং ইবাদতের একমাত্র উপযুক্ত সত্তা হওয়ার। যে সাক্ষ্য তাঁর বড়ত্ব ও সৌন্দর্য ঘোষণা করে, যার সামনে সকলে অবনত। আমি আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি, মুহাম্মাদ ﷺ তাঁর বান্দা ও রাসুল। যিনি শরিয়তের বিধিবিধান বর্ণনা করেছেন, বর্ণনা করেছেন ফরজ ও সুন্নাত, করেছেন ইদ ও জুমার প্রবর্তন। তাঁর ওপর রহমত বর্ষিত হোক। রহমত বর্ষিত হোক তাঁর পরিবার ও তাঁর সাহাবিদের ওপর। যাঁরা এক নির্মল ও পবিত্র ঝরনার প্রস্রবণ। যাঁরা মর্যাদার আকাশের উদিত তারা। অগণিত শান্তি বর্ষিত হোক তাঁদের প্রতি।

জিকিরের প্রতি উৎসাহ

মহান আল্লাহ তাআলা বলেন :

وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ

'আর তুমি উপদেশ দিতে থাকো। কেননা, উপদেশ মুমিনদের উপকার করবে।'[৩]

হাদিসে এসেছে, রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেন, 'আল্লাহ তাআলা বলেন, আমি আমার ব্যাপারে বান্দার ধারণার অনুরূপ আচরণ করি। যখন সে আমার জিকির করে, আমি তখন তার সাথে থাকি। আর যখন সে কোনো লোক সমাগমে আমার স্মরণ করে, তখন আমি আরও উত্তম সমাবেশে তাকে স্মরণ করি। যখন সে একাকী আমার জিকির করে, তখন আমিও তাকে একাকী স্মরণ করি। সে যদি আমার দিকে এক বিঘত এগিয়ে আসে, তাহলে আমি তার দিকে এক হাত অগ্রসর হই। সে আমার দিকে এক হাত অগ্রসর হলে আমি তার দিকে দুই হাত অগ্রসর হই। সে আমার দিকে হেঁটে হেঁটে আসলে আমি তার দিকে দৌড়ে যাই।'[৪]

আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস ﷺ বলেন, রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, 'তোমাদের মধ্যকার যে ব্যক্তি রাতের ইবাদত করতে অক্ষম, যুদ্ধের ময়দানে শত্রুর বিরুদ্ধে লড়াই করতে অপারগ, সম্পদ দান করার ক্ষেত্রে কৃপণ—সে যেন বেশি বেশি আল্লাহ তাআলার জিকির করে।'[৫]

জাবির বিন আব্দুল্লাহ ﷺ বলেন, 'আমরা মসজিদে নববিতে উপবিষ্ট ছিলাম। রাসুলুল্লাহ ﷺ আমাদের কাছে এসে বললেন, ফেরেশতাদের মধ্যে আল্লাহর কিছু সৈনিক আছে, যারা ভ্রমণ করতে থাকে এবং পৃথিবীর বুকে কোনো জিকিরের মজলিস পেলে তাতে অবস্থান করে। তাই যখন তোমরা জান্নাতের

---

৩. সুরা আজ-জারিয়াত : ৫৫

৪. সহিহুল বুখারি : ৯/১৪৮, সহিহ মুসলিম : ২৬৭৫

৫. আল-মুজামুল কাবির, তাবারানি : ১১/৮৪, হা. নং ১১১২১; শুআবুল ইমান, বাইহাকি : ২/৪০৪-৪০৫ -হাদিসটি জইফ।

বাগান দেখো, তখন বাগান অভিমুখী হও। সাহাবিগণ জিজ্ঞাসা করলেন, হে আল্লাহর রাসুল, জান্নাতের বাগান কী? রাসুলুল্লাহ ﷺ উত্তর দিলেন, জিকিরের মজলিস। তোমরা সকাল-সন্ধ্যা আল্লাহর জিকির করো। আর তোমাদের কেউ যদি আল্লাহর কাছে তার মর্যাদা কতটুকু জানতে চায়, তবে সে যেন ভেবে দেখে, তার কাছে আল্লাহর মর্যাদা কতটুকু। কারণ, একজন বান্দা আল্লাহকে যতটা মর্যাদামণ্ডিত করে, আল্লাহও তাকে ততটা মর্যাদা দেন।'[৬]

আব্দুল্লাহ বিন বুসর বর্ণনা করেন, 'এক ব্যক্তি রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে এসে বলল, হে আল্লাহর রাসুল, শরিয়তের বিধিবিধান আমার ওপর অধিক হয়ে গেছে। আমাকে এমন একটি বিষয় জানান, যা আমি শক্ত করে আঁকড়ে ধরতে পারি। রাসুলুল্লাহ ﷺ বললেন, সব সময় আল্লাহর জিকিরে তোমার জিহ্বা সিক্ত রাখবে।'[৭]

হাদিসে এসেছে, রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেছেন[৮], 'প্রতিটি দিনই পৃথিবীর এক এলাকা অন্য এলাকাকে ডেকে বলে, হে প্রতিবেশী, তোমার বুকে কি আজ আল্লাহর কোনো জিকিরকারী অতিক্রম করেছে?'[৯]

---

৬. মুসতাদরাকুল হাকিম : ১/৪৯৪; শুআবুল ইমান, বাইহাকি : ২/৪২৪, হা. নং ৫২৫। হাদিসটি জইফ। হাইসামি ﷺ মাজমাইজ জাওয়ায়িদে (১০/৭৭) এ হাদিস উল্লেখ করে বলেন : এ হাদিস ইমাম আবু ইয়ালা ﷺ, ইমাম বাজ্জার ﷺ, ও ইমাম তাবারানি ﷺ বর্ণনা করেছেন। এ হাদিসের সনদে আফরার দাস উমর বিন আব্দুল্লাহ নামে একজন বর্ণনাকারী আছে। অনেকে তাকে সিকাহ বা নির্ভরযোগ্য বলেছেন, আবার একটি জামাআত তাকে জইফ বা দুর্বল বলে আখ্যায়িত করেছেন। তা ছাড়া সনদের বাকি রাবিগণ সহিহ হাদিসের রাবি।

ইমাম হাকিম ﷺ স্বীয় মুসতাদরাকে (১/৪৯৪-৪৯৫) এ হাদিসটিকে সহিহ বলেছেন। কিন্তু হাফিজ জাহাবি ﷺ তার কথা খণ্ডন করে লিখেছেন, উমর জইফ রাবি।

৭. মুসনাদু আহমাদ : ৪/১৮৮, ১৯০; সুনানুত তিরমিজি : ৩৩৭৫; সুনানু ইবনি মাজাহ : ৩৭৯৩; মুসতাদরাকুল হাকিম : ১/৪৯৫; সহিহু ইবনি হিব্বান : ২৩১৭; আস-সুনানুল কুবরা, বাইহাকি : ৩/৩৭১

৮. এটি হাদিস বলে প্রমাণিত নয়। সামনে এ বিষয়ে বর্ণনা আসছে।

৯. এটি একটি বিশুদ্ধ মওকুফ হাদিস। ইবনুল মুবারক ﷺ এটি আজ-জুহদ (৩৩৫) গ্রন্থে আনাস বিন মালিক ﷺ-এর বাণী হিসেবে এনেছেন। আনাস ﷺ-এর প্রতি এর নিসবত করে প্রদত্ত সনদটি জইফ। তবে আজ-জুহদে (৩৩৩) আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ ﷺ-এর বাণী হিসেবেও এসেছে এটি। আর এটির সনদ সহিহ। তাবারানি ﷺ আল-মুজামুল কাবিরে (৮৫৪২) এ বাণীটি আরও একটি সূত্রে বর্ণনা করেছেন।

ভাইগণ, যখন ফেরেশতারা মজলিসের জিকির থেকে উঠে ওপরে চলে যান, তখন আল্লাহ তাদের বলেন, আমার ফেরেশতারা, কোথা থেকে এলে? যদিও আল্লাহ জানেন, তবুও তিনি ফেরেশতাদের কাছে জানতে চান। ফেরেশতারা তখন বলে, হে রব, আপনি ভালো করেই জানেন যে, আমরা আপনার তাসবিহ পাঠরত, আপনার পবিত্রতা, মহত্ত্ব ও প্রশংসারত, আপনার কাছে প্রার্থনারত, আপনার কাছে ক্ষমা প্রার্থনাকারী ও আপনার ইবাদতরত বান্দাদের কাছে ছিলাম। তখন আল্লাহ বলবেন, হে আমার ফেরেশতাগণ, তোমরা সাক্ষী থাকো, তারা যা চেয়েছে, আমি তাদের তা দিলাম। তারা যা কিছুকে ভয় করে, তা থেকে তাদের নিরাপত্তা দিলাম। আর আমার রহমতে তাদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করালাম।'[১০]

হাদিসে আরও এসেছে, রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেন, 'আল্লাহ তাআলা বলেন, সকাল ও সন্ধ্যার কিছু সময় আমার বান্দা আমার জিকির করলে পুরো দিনের জন্য তা-ই যথেষ্ট হয়ে যায়।'[১১]

অবাধ্যতা থেকে সতর্কবার্তা

এক আসমানি কিতাবে এসেছে, আল্লাহ তাআলা বলেন, 'হে আদম-সন্তান, কেন তুমি আমার অবাধ্য হলে! তুমি আমার কাছে চাইলে, কিন্তু আমি তোমার চাওয়া পূর্ণ করিনি। সেটা তো তোমার ভালোর জন্যই। অতঃপর তুমি আমার কাছে পীড়াপীড়ি করলে। তাই আমি মেহেরবানি করে তোমাকে দান করলাম। তোমার চাওয়া পূর্ণ করলাম। কিন্তু আমার দেওয়া জিনিস দিয়েই তুমি আমার অবাধ্যতায় লিপ্ত হলে! তা সত্ত্বেও আমি তোমার গোপনীয়তা রক্ষা করেছি। এভাবে কতবার তোমার প্রতি আমি সুন্দর আচরণ করেছি! অথচ তুমি কতবার মন্দ আচরণ করেছ আমার সাথে! এভাবে চলতে থাকলে অচিরেই আমি তোমার ওপর এমন রাগান্বিত হব, যার পরে কখনো আর তোমার প্রতি সন্তুষ্ট হব না।'[১২]

---

১০. এটি একটি সহিহ হাদিসের ভাবার্থ। দেখুন, সহিহুল বুখারি : ৮/১০৭; সহিহু মুসলিম : ২৬৮৯; সুনানুত তিরমিজি : ৩৬০০; মুসনাদু আহমাদ : ২/২৫১; মুসতাদরাকুল হাকিম : ২/৪২১।

১১. এটি একটি ইসরাইলি বর্ণনা।

১২. প্রাগুক্ত

এক আসমানি কিতাবে এসেছে, আল্লাহ তাআলা বলেন, 'আমার বান্দা, আর কত আমার অবাধ্যতায় লিপ্ত থাকবে তুমি? আমি তোমাকে রিজিক দিই, তোমাকে আহার করাই, তোমার প্রতি আমার অনুগ্রহ অগণিত। আমি কি তোমাকে নিজ হাতে বানাইনি? তোমার মাঝে রুহ দিইনি? আর তুমি কি এসব জানো না, যে আমার অনুগত হয়, তার প্রতি আমি অনুগ্রহ করি এবং যে আমার অবাধ্য হয়, তাকে আমি পাকড়াও করি?

তোমার চোখের আলো কেড়ে নিয়েছে তোমার প্রবৃত্তি। আমাকে বলো, এখন কী দিয়ে তুমি আমাকে দেখবে? উপদেশ যদি প্রভাব না ফেলে, তবে অবস্থা এমনই বেগতিক হয়ে পড়ে। আর কত অবহেলায় জীবন কাটাবে? যদি তুমি পাপ ছেড়ে তাওবা করো, তবে আমার আশ্রয় তোমার জন্য। পঙ্কিলতায় ভরপুর এ জীবন ছেড়ে দাও, যে জীবন অনিরাপত্তায় ঘেরা। জীবন তো একটাই, এ জীবনটা আমার পথেই বিলীন করো। যদি অন্যথা করো, তবে সেদিন তোমার অবস্থা কেমন হবে, যেদিন তোমার আপন অঙ্গপ্রত্যঙ্গকে তোমার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিতে শুনবে?'

আল্লাহ তাআলা বলেন :

يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُحْضَرًا وَمَا عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ

'সেদিন প্রত্যেক ব্যক্তি যা ভালো আমল করেছে এবং মন্দ আমল করেছে, সব উপস্থিত দেখতে পাবে।'[১৩]

কবি বলেন :

تعصى الإله وأنت تزعم حبه ** هذا محال في القياس بديع

لو كان حبك صادقا لأطعته ** إن المحب لمن يحب يطيع

'তুমি প্রভুর অবাধ্য হয়েও দাবি করছ ভালোবাসো তাঁকে! এ যে ভারী অসম্ভব ও অদ্ভুত দাবি বাস্তব যুক্তির নিরিখে!

১৩. সুরা আলি ইমরান : ৩০

তোমার ভালোবাসা সত্য হলে তুমি তাঁর অনুগত হতে। প্রেমিক তো কেবল প্রেমাস্পদেরই অনুগত হয়ে থাকে।'

মালিক বিন দিনার ﵀ ও গুনাহগার প্রতিবেশী

মালিক বিন দিনার ﵀ বলেন, আমি আমার এক প্রতিবেশীর কাছে গেলাম। তখন সে মৃত্যুপূর্ববর্তী যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছিল। একবার সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়ছে, একটু পর আবার সংজ্ঞা ফিরে পাচ্ছে। তার ভেতর থেকে তপ্ত দীর্ঘশ্বাস আসছিল। এই ব্যক্তির জীবনটা কেটেছে দুনিয়ার পেছনে আল্লাহর আনুগত্য থেকে দূরে থেকে। তাই আমি তাকে বললাম, ভাই আমার, আল্লাহর কাছে তাওবা করো। তোমার ভ্রষ্টতা থেকে ফিরে আসো। আশা করি আল্লাহ তাআলা তোমাকে সুস্থ করে দেবেন এবং তোমার গুনাহ ক্ষমা করে দেবেন। সে বলল, অনেক দেরি হয়ে গেছে। যার আসার ছিল সে নিকটে চলে এসেছে। আমি মরতে যাচ্ছি। আফসোস এ জীবনের ওপর! এ জীবনটা আমি হেলায়-খেলায় নষ্ট করে দিলাম। আমি গুনাহ থেকে তাওবা করতে চেয়েছি, কিন্তু অলসতার কারণে তা আর হয়ে ওঠেনি। এ সময় বাড়ির এক কোণ থেকে একটি আওয়াজ শুনতে পেলাম যে, তুমি অনেকবারই আমাকে কথা দিয়েছ, কিন্তু প্রতিবারই ধোঁকা দিয়েছ।

আমরা আল্লাহর কাছে মন্দ পরিণতি থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। জীবনের যত যা গুনাহ করেছি, আল্লাহর নিকট সব গুনাহ থেকে ক্ষমা প্রার্থনা করছি ।'

আল্লাহর দিকে দৌড়াও

আর কত গুনাহ করে যাবে তুমি? এবার ক্ষান্ত হও। তোমার মাওলার দিকে মুখটা ফেরাও। জানি না, আর কতটুকু জীবন বাকি আছে তোমার। ফিরে এসো রবের কাছে। তাঁর ইবাদতে কাটিয়ে দাও বাকি জীবনটা। কামনাকে দমন করে সবর করো। এতেই যে মুক্তি! তোমাকে ফিরে আসতে হবে সম্পূর্ণরূপে। হারাম ও গুনাহের কর্ম ছাড়তে হবে পুরোপুরিভাবে। দুনিয়াতে ইবাদতের ওপর সবর করাই জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচার উপায়।

কবি বলেন :

مولاي إني عبد ضعيف ** أتيتك أرغب فيما لديك

أتيتك أشكو مصاب الذنوب ** وهل يشتكي الضر إلا إليك

فمنّ بعفوك يا سيدي ** فليس اعتمادي إلا عليك

'মাওলা, আমি যে দুর্বল বান্দা তোমার; তোমার প্রাপ্তির আশায় এলাম তোমার কাছে।

এলাম গুনাহের আঘাতে জর্জরিত হয়ে; দুঃখ তো কেবল তোমারই নিকট বলা যায়।

তাই যত গুনাহ, সব করো ক্ষমা হে মাওলা; আমার ভরসা তো কেবল তুমিই তুমি।'

আল্লাহভীরু এক বান্দা

এক মহান ব্যক্তির কথা। মৃত্যু নিকটে এলে ছেলেকে তিনি বললেন, প্রিয় ছেলে আমার, আমার কথা শোনো। যেভাবে বলি, সেভাবে করো। ছেলে বলল, জি বাবা, বলুন। তিনি বললেন, আমার কাঁধটা দড়ি দিয়ে বেঁধে ফেলো। এরপর আমাকে টেনে-হিঁচড়ে শাস্তি দাও। আমার গালকে ধুলোয় মলিন করো। আর বলো, এটাই তার প্রতিদান, যে তার প্রভুর অবাধ্য হয়েছে।

বাবার কথামতো ছেলে তা-ই করল। এরপর লোকটি আকাশের দিকে নজর দিয়ে বলল, হে আমার রব, আমার মনিব, আমার মাওলা, আপনার কাছে আসার সময় হয়ে এসেছে। এই তো আপনার কাছে চলে এলাম বলে। কিন্তু আপনার সামনে কিছু বলার সাহস যে আমি রাখি না! তবে আপনি তো ক্ষমাশীল, আর আমি হলাম গুনাহগার। আপনি দয়ালু, আর আমি পাপী। আপনি মনিব, আমি গোলাম। আমার পদস্খলন ও পাপরাশি ক্ষমা করুন। কারণ, আপনি ছাড়া আমার আর কোনো আশ্রয় নেই। আপনি ব্যতীত আমার আর কোনো শক্তি নেই।

এরপর এ অবস্থায়ই তার রুহ বেরিয়ে গেল। তখন বাড়ির কোথাও থেকে গুরুগম্ভীর এক কণ্ঠ কথা বলে উঠল। উপস্থিত সবাই সে আওয়াজ শুনতে পেয়েছিল। সেই আওয়াজটি ছিল, 'বান্দা তার রবের প্রতি অবনত হয়েছে। নিজ গুনাহের ক্ষমা চেয়েছে। আর রব তাকে নিকটবর্তী করেছেন। তাকে কাছে টেনে নিয়েছেন এবং জান্নাতে তার আবাস নির্ধারণ করে দিয়েছেন।'

তাওবাকারী আল্লাহর প্রিয়জন

যৌবনের এ পুবাল হাওয়া কামনা-বাসনায় লিপ্ত হওয়ার বোকামির দিকে ডাকে তোমাকে। কিন্তু তাওবাকারী যুবক আল্লাহর প্রিয়তম হয়। পাপের বোঝায় পিষ্ট হয়ে রবের কাছে তাওবা করলে আশা করা যায়, তাকে তিনি ক্ষমা করে দেবেন। কারণ, রবের অভিব্যক্তি হলো, 'আমার কাছে যে ভগ্নহৃদয় হয়ে আসবে, আমি তার পাশে দাঁড়াব।'[১৪]

কিয়ামুল লাইলের ফজিলত

হাদিসে এসেছে, যখন বান্দা মহান আল্লাহর কাছে উত্তমরূপে তাওবা করে এবং রবের সাথে চুপিচুপি কথা বলতে কিয়ামুল লাইল আদায় করতে দাঁড়ায়, তখন ফেরেশতাগণ নুরের প্রদীপ জ্বেলে আকাশ ও পৃথিবীর মধ্যখানে ঝুলিয়ে দেয়। (এটা দেখে অপর) ফেরেশতাগণ আল্লাহর কাছে জানতে চায়, এগুলো কেন? আল্লাহ জবাব দেন, আমার অমুক বান্দা এ রাতে তার রবের সাথে বন্ধুত্ব করেছে।

হাদিসে আরও এসেছে, নবিজি ﷺ বলেন, 'যখন কোনো বান্দা রাতের বেলায় রবের ইবাদতে দাঁড়ায়, তখন তার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ পরস্পরকে সুসংবাদের স্বরে বলতে থাকে, আমাদের এ সঙ্গী আল্লাহর খিদমতে লিপ্ত হয়েছে।'[১৫]

---

১৪. এটাকে অনেকে হাদিস বলে প্রচার করে। কিন্তু এটা হাদিস হিসেবে প্রমাণিত নয়। হাফিজ সাখাবি ﷺ 'আল-মাকাসিদুল হাসানাহ'-এ (১৮৮) বলেন, প্রথম এটার প্রচার শুরু হয় ইমাম গাজ্জালি ﷺ থেকে। আল্লামা আজালুনি ﷺ 'কাশফুল খাফা'-তে (১/২৩৪, হা. নং ৬১৪) বলেন, রাসুল ﷺ-এর হাদিস হিসেবে এর কোনো ভিত্তি নেই।

১৫. আমরা সম্ভাব্য সব জায়গায় খুঁজেও হাদিসটির অস্তিত্ব পাইনি।